নতুন ধারায়
দৈনিক
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
প্রবাহ
The Daily Probaha
বুধবার ■ ০৪ জানুয়ারি ২০১৭

খুলনার পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিরাপত্তাহীনতায় শিশুরা

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ১

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার গল্লামারি এলাকায় অবস্থিত 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র বালিকা সেন্টারে আশ্রয়ে থাকা শিশুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। এখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা খোদ গার্ড কর্তৃকও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। এমনকি বড়দের দিয়ে ছোটদের মারধর, পর্যাপ্ত খাবার না দেওয়া, মেয়াদের বেশি সময় শিশু রাখা এবং প্রস্রাব হবে বলে রাতে শিশুদের পানি পান করতে না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কেন্দ্রে কর্মরতদের ভয়ে এ সব বিষয়ে শিশু এবং তাদের অভিভাবকরা মুখ খোলার সাহস পান না।

অপরদিকে, এ কেন্দ্র ঘিরে চলছে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতি। খোদ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের পরিবর্তে নিজের পুনর্বাসনেই কেন্দ্রটিকে ব্যবহার করছেন। শিশুদের অত্যাচার-নির্যাতন ও ঝুঁকি নিরসনের প্রতি নজর না দিয়ে তিনি প্রতি মাসে খাবার ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ শিশুদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে পকেটস্থ করছেন। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের বিষয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সরকারের নেওয়া এ উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এ কর্মসূচির কার্যক্রম প্রথম দিকে খুলনায় একটি ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে বালিকা সেন্টারটি নগরীর গল্লামারি স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন ভবঘুরে কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। আর বালক সেন্টারটি বটিয়াঘাটা সড়কের মল্লিকের মোড়ে নেওয়া হয়। শুরু থেকেই এ প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছেন বর্তমান উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর। দু'টি সেন্টারে মোট ২শ' শিশু ভর্তি রাখার নির্দেশনা থাকলেও আর্থিক দুনীতি হালাল করতে ৩ জানুয়ারি দু'টি কেন্দ্রে ভর্তি ছিল ২১১ জন শিশু। এর মধ্যে মেয়ে ১৩৮ এবং ছেলে ৭৩ জন। নির্দেশনার চেয়েও বেশি শিশু ভর্তি রাখলে সারা বছরই গড়ে ২শ' শিশুর হাজিরা নিশ্চিত করা যায়। আর এতেই তাদের নামে বরাদ্দ অর্থও লুটপাটের সুযোগ থাকে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, বালিকা সেন্টারে থাকা শিশুরা রয়েছে চরম নিরাপত্তাহীনতায়। এর মধ্যে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার প্রিয়া খাতুন, সুমাইয়া, লিলি, মিলি, আরিফা, মীম, সোনিয়া ও তাকিয়াসহ বেশ কয়েকজন শিশুকে তাদের অভিভাবকরা কেন্দ্র থেকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি দু'টি শিশুকে যৌন নির্যাতন করে কেন্দ্রের তৎকালীন নিরাপত্তা কর্মী বাবুল জমাদ্দার। ওই ঘটনায় তাকে শুধুমাত্র চাকরিচ্যুত করা হয়। তবে আইনি কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে পার পাওয়ার সুযোগ করে দেন উপ-পরিচালক। উপরন্তু ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় তাকে আবারও বালক সেন্টারে পুনর্বহাল করা হয়। বাবুল সেখানে ছেলেদের সিগারেট ও গাঁজা সরবরাহ এবং তাদের বিভিন্ন ধরণের অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। (২য় পৃষ্ঠায় ১ কলামে)

খুলনার পুনর্বাসন কেন্দ্রে

এ সব কারণে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে প্রায় দেড় মাস আগে তাকে আবারও চাকরিচ্যুত করা হয়। এছাড়া বালক সেন্টারের নিরাপত্তা কর্মী সুজন ও বাপ্পি ওই কেন্দ্রে নারী কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি চাকরিচ্যুত বাবুলের স্ত্রী ফাঁস করে দিলে বাপ্পিকে বালিকা সেন্টারে বদলি করা হয়। তবে গত ১০/১২ দিন আগে তাকে আবারও বালক সেন্টারে বদলি করা হয় বলেও জানা গেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বালিকা সেন্টারের শারীরিক শিক্ষক সন্তোষ চক্রবর্তী গত প্রায় আড়াই বছর ধরে এখানে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজে অঘোষিত হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কর্তৃপক্ষ তাকে কুষ্টিয়া সেন্টারে বদলির নির্দেশ দেওয়ার পরও উপ-পরিচালক আবু জাফর বিভিন্ন কৌশলে তাকে আরও তিন মাস রেখে দেন। কিন্তু সন্তোষ চক্রবর্তী কুষ্টিয়া থেকে প্রতি সপ্তাহেই খুলনায় এসে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজ সম্পাদন করেন। সর্বশেষ সোমবার তিনি খুলনায় এসে মঙ্গলবারও ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

এ কেন্দ্রে ভর্তি শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জনপ্রতি শিশুর জন্য প্রতিদিন দুপুরে ১৮০ গ্রাম চাল, শূন্য দশমিক ৮০ গ্রাম বড় মাছের টুকরো, দশমিক ৩০ গ্রাম তেল এবং দশমিক ৮০ গ্রাম সবজি দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও পরিমাণে অনেক কম দেওয়া হয়। বরং কম মূল্যের সিলভার কার্প মাছ দিয়ে বড় জাতের রুই মাছের বিল এবং পাঙ্গাস মাছ দিয়ে মাগুর মাছের বিল করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় থাকা অনেক কিছুই সরবরাহ করা হয় না। এমনকি ভয়ভীতি দেখিয়ে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে মিথ্যা জবানবন্দি রেকর্ড করে ভুয়া সচিত্র প্রতিবেদন তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হচ্ছে। এভাবেই চলছে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলনা সেন্টারের কার্যক্রম। খুলনা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর এসব অভিযোগ ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে বলেন, খুলনা কেন্দ্রে বালক-বালিকা মিলে ২শ' শিশু রয়েছে। তাদের ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ এবং লেখাপড়া শেখানো হয়। শিশুদের যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। সিকিউরিটি গার্ড বাবুল জমাদ্দারকে চাকরিচ্যুতির বিষয়ে তিনি বলেন, একজন অভিভাবকের সঙ্গে ঝগড়া করায় তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে শিশুদের যৌন হয়রানি এবং নির্যাতনের বিষয়টি তিনি জানেন না বলেও দাবি করেন।

উল্লেখ্য, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২০০৯ সালে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ডিসঅ্যাবিলিটি অ্যান্ড চিলড্রেন এট রিস্ক (ডিকার) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ডিকার প্রকল্পের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কম্পোনেন্ট নিয়ে সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম ২০১২ সালে শুরু হয়। ২০১৪ সালে অনুমোদিত ও সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী স্কার প্রকল্পের ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস (আইসিপিএস) সেন্টারের নাম দেওয়া হয় 'শেখ রাসেল ট্রেনিং অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর দি চিলড্রেন এট রিস্ক'। বর্তমানে খুলনাসহ দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে ১১টি সেন্টারের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানপূর্বক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নতুন ধারায় দৈনিক সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
প্রবাহ
The Daily Probaha
বৃহস্পতিবার ০৫ জানুয়ারি ২০১৭

শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার, দু'শিশুর কেন্দ্র ত্যাগ

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ২

LIMITED EDITION এক্সক্লুসিভ

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র বালিকা সেন্টারে আশ্রয়ে থাকা শিশুরা নানা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। ইতোমধ্যেই যৌন নির্যাতনের শিকার দু'টি শিশু সেন্টার থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ সব কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন সেন্টারের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর। তিনি নিজেই অধিকাংশ সময় অফিসে উপস্থিত থাকেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র বালিকা সেন্টারে অবস্থানরত নগরীর দৌলতপুর এবং বয়রা এলাকার দু'টি শিশুকে যৌন নির্যাতন করেন কেন্দ্রের তৎকালীন নিরাপত্তা কর্মী বাবুল জমাদ্দার। রাতেসহ বিভিন্ন সময় কারণে-অকারণে আবার কখনও কখনও পানি চাওয়ার অজুহাতে নিরাপত্তা কর্মী বাবুল জমাদ্দার ওই মেয়েদের স্পর্শকাতর স্থান স্পর্শ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে একটি শিশু বাবুল জমাদ্দারকে থাপ্পড় দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি তাদের অভিভাবকরা জানার পর কেন্দ্র থেকে মেয়েদের নিয়ে যান।

ওই ঘটনায় অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিরাপত্তা কর্মী বাবুল জমাদ্দারকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরিচ্যুত করেন। আইনি কোন ব্যবস্থা নেননি। এমনকি ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় তাকে আবারও বালক সেন্টারে পুনর্বহাল করা হয়। বাবুল সেখানে ছেলেদের সিগারেট ও গাঁজা সরবরাহ এবং তাদের বিভিন্ন ধরণের অশ্লীল কাজে উদ্বুদ্ধ করতো। এসব কারণে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে প্রায় দেড় মাস আগে তাকে আবারও চাকরিচ্যুত করা হয়। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর অভিভাবক (মা) ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'ভাত-কাপড়ের অভাবে তার মেয়েকে তিনি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও (২য় পৃষ্ঠার ২ কলাম)

শিশুরা যৌন নির্যাতনের

পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করেননি। ভর্তি করেছিলেন একটু পড়ালেখা শেখানোর জন্য। কিন্তু পড়ালেখা তো শেখাইনি, উপরন্তু তাকে দিয়ে ছোট মেয়েদের দেখাশোনা এবং অন্যান্য কাজকর্মও করানো হয়। এছাড়া তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঘা-পাচড়া (চর্মরোগ) হলেও সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এছাড়া যাকে তিনি নিজের ভাইয়ের মত দেখেছিলেন, সেই বাবুল তার মেয়েকে কুপ্রস্তাব দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। যে কারণে তিনি তার মেয়েকে ওই কেন্দ্র থেকে নিয়ে আসতে বাধ্য হন বলেও জানান তিনি।

অপরদিকে কেন্দ্র থেকে চলে যাওয়া নগরীর দাদা ম্যাচ এলাকার দশ বছরের শিশু অভিযোগ করে জানায়; কেন্দ্রের সোস্যাল ওয়ার্কার রোজিনা বেগম প্রায়ই তাকে মারধর করতো। তার অসুস্থ দাদী ও নানীকে দেখার জন্য ছুটি আনতে গেলে তার মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন আউট রিচ ওয়ার্কার নাজমা বেগম। এছাড়া তিনি মা-বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা ভাত দিতে পার না, আবার বড় বড় কথা বল' ইত্যাদি বলে অপমান করেন।

অপর এক শিশু জানায়, দু'জন শিশু রাতে পালিয়ে যায়। দারোয়ান মামা (বাবুল) গভীর রাতে তাদের ভাড়ার খরচসহ নগরীর টুটপাড়ার বাসায় পৌঁছে দেয়। রাতের দায়িত্বে থাকা ম্যাডামরা সকালে তাদের খোঁজ করে এবং তাদের বাড়িতে গিয়ে ওই অবস্থায় পুনঃএকীকরণ করা হয়। কিন্তু উপ-পরিচালক এ ঘটনার কোন তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

আরও এক শিশু জানায়, কেন্দ্রে সবাই তাকে 'বিস্কুট চোর' বলে ডাকে। হাউস মাদার কাজী তাসনিম এ কথা শুনে হাসাহাসি করে। রাতে প্রস্রাব হবে বলে হাউস মাদার কাজী তাসনিম তাকে ডাল এবং পানি খেতে দেন নি। রাতে একা একা প্রস্রাব করতে যেতে হয়। তাকে কাপড় ধোয়া এবং অন্যান্য কাজ করতে হয়।

এদিকে, বালিকা সেন্টারে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ভর্তি হওয়া মেহেন্দি সুমি, ইসরাত জাহান মীম, সাদিয়া আক্তার, নার্গীস আক্তার, রেশমা খাতুন, রিমা, মিথিলা আক্তার, জুঁই খাতুন, চাঁদনী, মিলি, নুসরাত জাহান হাসনা, হালিমা খাতুন, শারমিন খাতুন, ফাতেমা, সুরাইয়া অক্তার ও সোনামনি বৃষ্টিসহ অনেককেই তাদের অভিভাবকরা আশাভঙ্গ ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিয়ে গেছেন। অভিভাবকরা বলেন, তাদের বাচ্চাদের কেন্দ্রে ভর্তির সময় যে সব প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তীতে তা করা হয়নি। যে কারণে তারা প্রতারিত হয়েছেন।

'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর পুরো ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, শিশুদের যৌন হয়রানি এবং নির্যাতনের বিষয়টি তার জানা নেই। তবে সিকিউরিটি গার্ড বাবুল জমাদ্দারকে চাকরিচ্যুতির বিষয়টি স্বীকার করে তিনি। এছাড়া অভিভাবকরা শিশুদের নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে অনেক শিশুই রয়েছে, সেখানে কয়েকজনের কি সমস্যা হয়েছে- সেটিও তিনি জানেননা বলে উল্লেখ করেন।

০৫-০১-১৭

নতুন ধারায়
দৈনিক
প্রবাহ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
The Daily Probaha
রবিবার ■ ০৮ জানুয়ারি ২০১৭

বদলির পরও ভুয়া বিল-ভাউচার লেখেন শিক্ষক সন্তোষ!

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ৩

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : সন্তোষ চক্রবর্তী। একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর (শারীরিক শিক্ষক)। বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র কুষ্টিয়া সেন্টারে। পদবী শারীরিক শিক্ষক হলেও তিনি শারীরিক শিক্ষকতার পরিবর্তে হাতের দু' নম্বরী শিক্ষকতা করতেই বেশি পছন্দ করেন। তিনি খুলনার গল্লামারি 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র বালিকা সেন্টারে কর্মরত থাকাকালে পালন করেন উভয় সেন্টারের অলিখিত হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সন্তোষ চক্রবর্তী খুলনায় কর্মরত থাকাকালে এ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বরের 'খয়েরখাঁ' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করছেন সন্তোষ চক্রবর্তী, মেঝেতে পড়ে আছে ব্লাংক ভাউচারের স্তূপ...প্রবাহ

তিনি নিজ দায়িত্বের কোন কাজ না করে সার্বক্ষণিক উপ-পরিচালককে তুষ্ট করতেই ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষ করে খুলনা সেন্টারের যত ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজ সব তিনিই করতেন। এ সেন্টারের শুরু থেকে গত প্রায় আড়াই বছর ধরে এখানে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাকে কুষ্টিয়া সেন্টারে বদলির নির্দেশ দেওয়ার পরও উপ-পরিচালক আবু জাফর বিভিন্ন কৌশলে তাকে আরও তিন মাস রেখে দেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে (২য় পৃষ্ঠায় ৫ কলামে)

বদলির পরও ভুয়া

এক ভিডিও কনফারেন্স চলাকালে বিষয়টি অবগত হয়ে কর্মসূচি পরিচালক একেএম ফজলুজ্জোহা বদলির আদেশের পরও তাকে অননুমোদিতভাবে আটকে রাখার কারণে খুলনা সেন্টারের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বরের কাছে কৈফিয়ত চান। তখন আবু জাফর তাৎক্ষণিকভাবে বদলির ছাড়পত্র দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বদলি আদেশ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কঠোরতায় তিনি তাকে ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হন। এরপরও সন্তোষ চক্রবর্তী কুষ্টিয়া থেকে প্রতি সপ্তাহেই খুলনায় এসে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজ সম্পাদন করেন। সর্বশেষ গত ২ জানুয়ারি তিনি খুলনায় এসে ৩ জানুয়ারিও ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। বিশেষ করে খুলনায় কর্মরত থাকাকালে নগরীর আলকাতরা মিল এলাকায় তার বাসা থাকায় বাসায় আসার সুযোগেই তিনি খুলনায় এসে জাফরের অপকর্মের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। তবে সম্প্রতি তিনি খুলনার বাসা ছেড়ে দিয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র খুলনা সেন্টারের বিভিন্ন মালামাল ক্রয় এবং আশ্রয়প্রাপ্ত শিশুদের খাবারসহ বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে বালক-বালিকা সেন্টারের অফিস ব্যয় বাবদ রয়েছে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ। কিন্তু এসব বরাদ্দের কিছু অংশ ব্যয় করে সিংহভাগ অর্থই ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়। আর উপ-পরিচালক জাফরের নির্দেশেই ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সন্তোষ চক্রবর্তী ব্লাংক (ফাঁকা) কপি এনে তাতে হিসাব করে ভাউচার তৈরি করেন। ফাঁকা কপিতে ভাউচার লেখার সচিত্র তথ্য এ প্রতিবেদকের হাতে রয়েছে।

সূত্র জানায়, সন্তোষ চক্রবর্তীকে বদলির পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন খুলনা সেন্টারের কেয়ারগিভার মো. হেলাল উদ্দিন। সে শিশুদের কেয়ারের পরিবর্তে বর্তমানে অলিখিত হিসাব রক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে একইভাবে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করছেন বলে জানা গেছে। হেলালকে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির বিষয়টি শিখিয়ে দিতেই সন্তোষ চক্রবর্তী খুলনায় এসে হেলালের বাসায় অবস্থান করেন। এভাবেই দাতা সংস্থা এবং সরকারের দেওয়া প্রচুর অর্থের তছরুপ অব্যাহত রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সন্তোষ চক্রবর্তী ৩ জানুয়ারি এ প্রতিবেদককে বলেন, তিনি তিন দিনের ছুটিতে খুলনায় এসেছিলেন। পূর্বের কর্মস্থল হিসেবে খুলনা সেন্টারে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করেননি। এ ধরণের তথ্য সঠিক নয় বলেও দাবি করেন তিনি।

খুলনা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর বলেন, সন্তোষ চক্রবর্তীর বাসা খুলনায় হওয়ায় তিনি আসা-যাওয়া করেন। তবে তাকে দিয়ে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরির বিষয়টি সঠিক নয়। তবে তাকে পুনরায় খুলনায় আনার চেষ্টার বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি।

নতুন ধারায় দৈনিক
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
প্রবাহ
The Daily Probaha
সোমবার ■ ০৯ জানুয়ারি ২০১৭

প্রশিক্ষণের নামে অর্থ লুট : তদন্ত কমিটি হচ্ছে

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ৪

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি দানা বেঁধে উঠেছে। শিশুদের অত্যাচার-নির্যাতনসহ বিভিন্ন ঝুঁকি নিরসনের পরিবর্তে এখানে মূলত অর্থ লুটের প্রতিযোগিতা চলছে। এ কেন্দ্রের আশ্রয়প্রাপ্ত দুশ' শিশুর প্রতি মাসের খাবার ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ লুটপাটের পাশাপাশি শিশুদের প্রশিক্ষণের অর্থও লুটপাট করা হচ্ছে বলে তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবাহে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। এ বিষয়ে দ্রুত কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রতিটি সেন্টারের জন্য শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম ফজলুজ্জোহা এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল হোসেন সাক্ষরিত খাতভিত্তিক বিভাজন সীটে (২য় পৃষ্ঠায় ৬ কলামে)

প্রশিক্ষণের নামে

অর্থ বরাদ্দের এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অর্থবছরের ছয় মাস পার হলেও খুলনা সেন্টারে কার্যত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে- বলে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করে প্রশিক্ষণের অর্থও লুটপাট করা হচ্ছে। এদিকে, প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ বরাদ্দ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন খুলনা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতুব্বর। তিনি প্রথমে শিশুদের ১০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেও পরে বলেন, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই।

বালক সেন্টারে কর্তব্যরত লাইফস্কীল অফিসার আল-আমিন জানান, তিনি শিশুদের কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বেতন-ভাতার বাইরে প্রশিক্ষণ বাবদ অতিরিক্ত কোন অর্থ পান না বলে অভিযোগ করেন। এমনকি এ জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ আছে কিনা সেটিও তিনি জানেন না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, লাইফস্কীল অফিসার আল-আমিন শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি দাবি করলেও এর বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। প্রকৃতপক্ষে সেন্টারে কোন প্রশিক্ষণাগার নেই। নেই কম্পিউটারসহ আলাদা কোন প্রশিক্ষণ সামগ্রী। তাছাড়া গত দু'বছর সময়কালে কোন শিশু এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তা বাস্তবে অর্থ উপার্জনের উপযোগী হয়েছে বলে প্রমাণ মেলেনি।

এদিকে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবাহে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম ফজলুজ্জোহা রোববার রাতে এ প্রতিবেদককে বলেন, এ বিষয়ে দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

দৈনিক
নতুন ধারায়
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
প্রবাহ
The Daily Probaha
মঙ্গলবার ■ ১০ জানুয়ারি ২০১৭

শিশুরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত : ওষুধ ক্রয় কমিটিকে পাশ কাটিয়ে অর্থ আত্মসাৎ

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ৫

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি ও অনিয়ম। এ কেন্দ্রের উপপরিচালক অসহায় শিশুদের পুঁজি করে অর্থ লুটের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন খাত থেকে তিনি লুটে নিচ্ছেন এ অর্থ। অথচ সরকার অসহায় শিশুদের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দিলেও তা প্রকৃতপক্ষে তাদের খুব একটা কাজে আসছে না। কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার অর্থলিপ্সার কারণে সরকারের এ মহৎ উদ্যোগ ভেস্তে যেতে বসেছে।

এদিকে, খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে'র বালক-বালিকা দু'টি সেন্টারের দু'শতাধিক শিশু প্রায়শঃই চর্মরোগ, মুখে ঘা, পেটের পীড়া এবং মেয়েলী রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না। নামকাওয়াস্তে সরকারি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে কোন মতে চিকিৎসা দেওয়া হলেও প্রেসক্রিশন অনুযায়ী ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। কিন্তু ভুয়া ভাউচারের মাধ্যমে ঠিকই এ বাবদ বরাদ্দকৃত এমনকি ভুর্তকি দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ (২য় পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলাম)

শিশুরা বিভিন্ন রোগে

করা হচ্ছে। আর প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যারামেডিক্সকে বিভিন্ন অভিযোগ ও শোকজ নোটিশের মাধ্যমে কৌশলে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রতিটি সেন্টারের জন্য শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম ফজলুজ্জোহা এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল হোসেন সাক্ষরিত খাতভিত্তিক বিভাজন সীটে অর্থ বরাদ্দের এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। অথচ অসুস্থ হলে শিশুদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বটিয়াঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ পার্শ্ববর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে দেখানো হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত সরকারি ওষুধই তাদের সেবন করানো হয়। কিন্তু ওষুধ কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকলেও চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শিশুদের ওষুধ কিনে দেওয়া হয় না। তবে নিম্নমানের কিছু ওষুধ কেনা হলেও তাতেও সময় ক্ষেপণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে শিশুরা সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি শিশুরা বেশি অসুস্থ হলে চিকিৎসা না করিয়ে ছুটি দিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৬ আগস্ট বটিয়াঘাটার মল্লিকের মোড়ে অবস্থিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের বালক সেন্টারের এক সঙ্গে ১৫ জন শিশু মারাত্মক চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। ওই সময় তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখান থেকে দেওয়া সামান্য পরিমাণ ওষুধ সেবন করানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী শিশুদের আরও ওষুধ কিনে দেওয়া হয়নি। একইভাবে ১৮ আগস্ট গল্লামারিস্থ বালিকা সেন্টারের চারজন শিশুও আক্রান্ত হলে তাদেরও হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু শুধুমাত্র হাসপাতাল থেকে দেওয়া সামান্য ওষুধের ওপরই নির্ভর করতে হয় তাদের। বাইরে থেকে তাদের কোন ওষুধ কিনে দেওয়া হয়নি বলেও সূত্র জানিয়েছে।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সূত্রে জানা গেছে, বালক-বালিকা দু'টি সেন্টারে দু'জন প্যারামেডিক্স থাকার কথা থাকলেও দিলরুবা খাতুন নামে একজন নারী কর্মরত রয়েছেন। অথচ বালিকা সেন্টারের পরিবর্তে বালক সেন্টারে শিশুর সংখ্যা কম থাকলেও তাকে সেখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ অক্টোবরের এক আদেশে কর্তৃপক্ষ তাকে তিন দিন করে বালক-বালিকা সেন্টারে দায়িত্ব দেন। আবার বিভিন্ন অজুহাতে কর্তৃপক্ষ তাকে শোকজ করে নাজেহাল করছেন বলেও সূত্র জানিয়েছে।

অপরদিকে, প্যারামেডিক্স বা এ সংক্রান্ত কোন ধরণের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও রোজিনা পারভীন নামে একজন সোস্যাল ওয়ার্কার বালিকা সেন্টারের অসুস্থ শিশুদের হাসপাতালে না নিয়ে নিজেই ইচ্ছামত এন্টিবায়োটিকসহ ওষুধ প্রদান করেন। কিন্তু পদ অনুযায়ী রোজিনা পারভীনের সোস্যাল ওয়ার্কারের কাজ খাতা-কলমে দেখিয়ে উপ-পরিচালকের আগ্যাবহ হয়ে অলিখিত প্যারামেডিক্সের দায়িত্ব পালন করছেন। এতে করে শিশুদের স্বাস্থ্যহানীসহ বড় ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক শুধুমাত্র অর্থ লুটে ব্যস্ত থাকায় তিনি এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

এদিকে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি 'পরিচালনা নির্দেশিকা'র ৬নং পৃষ্ঠার ওষুধ ক্রয় কমিটি সংক্রান্ত প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেন্টারের প্রয়োজনীয় ওষুধ ক্রয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি 'ওষুধ ক্রয় কমিটি' গঠন করতে হবে। কমিটিতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সভাপতি, সেন্টারের প্যারামেডিক্স সদস্য সচিব এবং যথাক্রমে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার প্রতিনিধি, এডুকেটর ও ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টরকে সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। উল্লিখিত কমিটি সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ক্রয়ের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ওষুধ ক্রয় সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো খুলনা সেন্টার চালুর পর থেকে কখনই নির্দেশনা অনুযায়ী এ ধরণের কোন কমিটি আদৌ গঠন করা হয়নি। এমনকি খোদ কমিটির সভাপতিই এ বিষয়টি জানেন-ই না। যে কারণে এ ধরণের কমিটির কোন কার্যক্রমও পরিচালিত হয় না। উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মনগড়া ওষুধ কেনাকাটা এবং অর্থ ব্যয় করেন।

সূত্র জানান, প্রতিটি সেন্টারে একটি কক্ষকে স্বাস্থসেবা ক্লিনিক রেখে একটি মিনি ডিসপেন্সারী রাখা এবং সেখানে জরুরি ওষুধসহ প্রাথমিক চিকিৎসা বক্স থাকার কথা থাকলেও তার লেশমাত্র নেই। এছাড়া রাত্রিকালীন জরুরি প্রয়োজনে হাউজ মাদার/ব্রাদারের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু সম্প্রতি বালক সেন্টারে গভীর রাতে অন্তর নামে একটি শিশু অসুস্থ হলে আউটরিচ ওয়ার্কার মিলন মোল্যা রাত্রীকালীন কর্তব্যরত থাকলেও তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। তবে ওই সময় সে উপ-পরিচালক আবু জাফরকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি বলে জানা গেছে।

কর্মসূচির নির্দেশনা অনুযায়ী 'ওষুধ ক্রয় কমিটি'র সভাপতি বটিয়াঘাটা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অমিত সমাদ্দার এ প্রতিবেদককে বলেন, এ ধরণের কোন কমিটির কথা তার জানা নেই। কখনই শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিষয়টি তাকে অবহিত করা হয়নি। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফিল্ড সুপারভাইজার ছায়রা খাতুন বলেন, এ বিষয়ে তিনিও কিছু জানেন না। সিনিয়র ইউনিয়ন সমাজকর্মী এসএম ওয়ালিউল্লাহ হোসাইন বলেন, তিনি দীর্ঘদিন উপজেলায় কর্মরত রয়েছেন। বিভিন্ন ধরণের অফিসিয়াল আদেশ-নির্দেশনা বাস্তবায়নে তার অংশ গ্রহণ থাকে। কিন্তু শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ওষুধ ক্রয় কমিটিতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সভাপতি করার কথা বলা হয়েছে- মর্মে কোন নির্দেশনার কথা তিনি কখনও শোনেননি। এভাবে ওষুধ ক্রয় কমিটিকে পাশ কাটিয়ে বছরের পর বছর অর্থ আত্মসাৎ অব্যাহত রয়েছে। জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর খুলনার উপ-পরিচালক সুকান্ত কুমার সরকার বলেন, এসব বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নতুন ধারায় দৈনিক
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
প্রবাহ
The Daily Probaha
বুধবার ■ ১১ জানুয়ারি ২০১৭

‘কাজীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই’

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ৬

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ‘পরিচালনা নির্দেশিকা’ রয়েছে। এ নির্দেশিকা অনুযায়ী কেন্দ্রগুলো পরিচালনা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর্মসূচির খুলনা কেন্দ্রের উপ-পরিচালক আবু জাফর এ নির্দেশিকার কোন ধার ধারেন না। এমনকি কেন্দ্র পরিচালনায় স্থানীয় জেলাপ্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ সরকারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও তিনি এ সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করছেন। তার নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনার বালক-বালিকা দু'টি সেন্টার তিনি স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে পরিচালনা করছেন। এ সবের মূলে রয়েছে শুধুমাত্র অর্থ আত্মসাৎ। ফলশ্রুতিতে ‘পরিচালনা নির্দেশিকা’ বিষয়টি কার্যতঃ ‘কাজীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই’ প্রবাদে রূপ নিয়েছে।

জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রকাশিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি ‘পরিচালনা নির্দেশিকা’র ৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ‘জেলা স্টিয়ারিং কমিটি’ সংক্রান্ত প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় জেলাপ্রশাসককে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ‘জেলা স্টিয়ারিং কমিটি’ গঠন করতে হবে। কেন্দ্রের উপ-পরিচালক সদস্য সচিব এবং স্থানীয় পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন, স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি, মেয়রের প্রতিনিধি, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের (২য় পৃষ্ঠায় ৬ কলামে)

‘কাজীর গরু কিতাবে

উপ-পরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা (ইউসিডি), সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক/উপ-তত্ত্বাবধায়ক, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলাপ্রশাসক কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধিকে সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। জেলা স্টিয়ারিং কমিটিকে প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হওয়ার কথাও নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

‘পরিচালনা নির্দেশিকা’য় একইভাবে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তাকে সভাপতি করে যথাক্রমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সম্মতিক্রমে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত এনজিও প্রতিনিধি, স্থানীয় থানার ওসি, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সেন্টারের উপ-পরিচালককে সদস্য সচিব করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অপরদিকে ‘পরিচালনা নির্দেশিকা’র ৬নং পৃষ্ঠার ওষুধ ক্রয় কমিটি সংক্রান্ত প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেন্টারের প্রয়োজনীয় ওষুধ ক্রয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘ওষুধ ক্রয় কমিটি’ গঠন করতে হবে। কমিটিতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সভাপতি, সেন্টারের প্যারামেডিক্স সদস্য সচিব এবং যথাক্রমে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার প্রতিনিধি, এডুকেটর ও ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টরকে সদস্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রতিটি সেন্টারে ‘শিশু সুরক্ষা’ বিষয়ক কমিটিও গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু খুলনার দু'টি সেন্টারে উল্লিখিত কোন কমিটিই কার্যকর নেই।

কর্মসূচির নির্দেশনা অনুযায়ী ‘জেলা স্টিয়ারিং কমিটি’র সভাপতি খুলনার জেলাপ্রশাসক নাজমুল আহসান এ প্রতিবেদককে বলেন, তিনি কমিটির সভাপতি হলেও কেন্দ্রের উপ-পরিচালক প্রতি মাসে সভা আহবান করেন না। ফলে নিয়মিত কেন্দ্রের সার্বিক বিষয় অবহিত থাকা সম্ভব হয় না। কমিটির সদস্য খুলনা জেলা পুলিশ সুপার নিযামুল হক মোল্যা বলেন, তিনি গত ছয় মাস যাবৎ খুলনায় কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু এ ধরণের কমিটির তিনি যে সদস্য সেটি তাকে কখনই অবহিত করা হয়নি। ফলে এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। কমিটির অপর সদস্য খুলনার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এ সংক্রান্ত কমিটি অথবা সভার কোন চিঠিপত্র শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে কখনও তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে এ বিষয়ে কোন কিছু জানানো হয়না। তবে শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন অনিয়ম হলে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলেও উল্লেখ করেন।

কর্মসূচির নির্দেশনা অনুযায়ী ‘ওষুধ ক্রয় কমিটি’র সভাপতি বটিয়াঘাটা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অমিত সমাদ্দার এ প্রতিবেদককে বলেন, এ ধরণের কোন কমিটির কথা তার জানা নেই। কখনই শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিষয়টি তাকে অবহিত করা হয়নি। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফিল্ড সুপারভাইজার ছায়রা খাতুন বলেন, এ বিষয়ে তিনিও কিছু জানেন না। এভাবে সকল কমিটিকে পাশ কাটিয়ে বছরের পর বছর অর্থ আত্মসাৎ অব্যাহত রয়েছে।

১১-০১-১৭

নতুন ধারায়
দৈনিক
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন
প্রবাহ
The Daily Probaha
বৃহস্পতিবার ■ ১২ জানুয়ারি ২০১৭

শিক্ষার নামে চলছে লুটপাট : হয়রানির শিকার অভিভাবকরা

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ৭

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে শিশুদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে চলছে ব্যাপক লুটপাট। শিশুদের শিক্ষার জন্য সরকারি বরাদ্দ থাকলেও তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে অর্থ। নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন শিশুদের অভিভাবকরা। এতে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিশুদের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রতিটি সেন্টারের জন্য শিক্ষা ব্যয় বাবদ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। কর্মসূচি পরিচালক এ কে এম ফজলুজ্জোহা এবং হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাউল হোসেন সাক্ষরিত খাতভিত্তিক বিভাজন সীটে অর্থ বরাদ্দের এ তথ্য উল্লেখ রয়েছে। অথচ শিশুদের পেছনে এ অর্থ ব্যয় না করে উল্টো তাদের দরিদ্র ও অসহায় অভিভাবকদের কাছ থেকেই আদায় করা হয় অর্থ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবাসী শিশুদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে কর্মসূচি 'পরিচালনা নির্দেশিকা'য় অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নির্দেশিকার ২৩ নম্বর পৃষ্ঠার 'শিক্ষা' প্যারায় উল্লেখ করা হয়, সেন্টারে অবস্থানরত শিশুদের (যারা আগে লেখা পড়া করেছে বা সেন্টারে নিবন্ধনের আগে স্কুলে যেত) ব্রিজিং শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে সহায়তা করা, তাদের সেন্টারের নিকটস্থ স্কুলে ভর্তি করা, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এছাড়া সেন্টারে নিবন্ধিত শিশুদের (যারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে বা কখনও স্কুলে যায়নি) জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাদের চাহিদা ও (২য় পৃষ্ঠায় ৮ কলামে)

শিক্ষার নামে চলছে

প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরি করা, সেন্টারে প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পাঠদান করা, মুখস্ত করার চেয়ে বুঝে ও বাস্তবভিত্তিক শেখাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, শিশুরা যাতে নিজ গতিতে শিখতে পারে সেজন্য শিক্ষাদানের ব্লক টিচিং, গ্রুপ টিচিং, শিশু থেকে শিশু শিক্ষা, মাল্টিগ্রেড টিচিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা।

শিশুদের একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেন, শিশুদের সেন্টারে ভর্তির সময় শিক্ষা ও পোশাকসহ সব ধরণের খরচ প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্কুলে ভর্তির সময় সেন্টার থেকে তাদের কাছে টাকা চাওয়া হয়। এছাড়াও শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ, ছবি ও তাদের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ও তাদের করতে হয়। এমনকি দূর দূরান্ত থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এবং অর্থ ব্যয় করে তাদের সেন্টারে এসে স্কুলে ভর্তি করাতে যেতে হয়। অথচ তারা অর্থ সঙ্কট এবং দারিদ্রতার কারণেই সরকারি এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়েছেন।

অপর এক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তার দু'টি বাচ্চা এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। এবার তাদের স্কুলে ভর্তির জন্য প্রায় এক হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। তাহলে সরকারের দেওয়া টাকা যায় কোথায় বলেও প্রশ্ন করেন তিনি।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের (বালিকা) এডুকেটর রত্না রায় জানান, বালিকা সেন্টারে অবস্থানরত ৭০ জন শিশুকে সেন্টার সংলগ্ন মোহাম্মদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি ৫০ জনকে সেন্টারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তির জন্য স্কাউট ফি বাবদ মাথাপিছু ২৫ টাকা করে দিতে হয়। এছাড়া শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ, ছবি ও অভিভাবকদের জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় অভিভাবকদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়। শিক্ষা বাবদ কোন বাজেট নেই বলেও জানান তিনি। তবে মাঝে-মধ্যে শিশুদের খাতা-কলমসহ অন্যান্য শিক্ষা খরচ কন্টিনজেন্সি (অফিস খরচ) খাত থেকে ব্যয় করা হয় বলেও দাবি করেন তিনি।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের (বালক) এডুকেটর মঞ্জুরা জানান, বালক সেন্টারের মোট ৬৮ জন শিশুর মধ্যে ২৬ জনকে বটিয়াঘাটার কচুবুনিয়া স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। তবে শিশুদের জন্য শিক্ষাখাতে কোন বাজেট আছে-কিনা তা তিনি জানেন না বলে দাবি করে এ বিষয়ে এ সেন্টারের অপর এডুকেটর গৌরপদ সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বলেন।

নতুন ধারায়
দৈনিক
প্রবাহ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন...
The Daily Probaha
রবিবার ■ ১৫ জানুয়ারি ২০১৭

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে 'হযবরল' অবস্থা

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি শেষ

নগরীর গল্লামারী স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বালিকা)...প্রবাহ

মুহাম্মদ নূরুজ্জামান : খুলনার শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে 'হযবরল' অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে কর্মরতরা কেউই তার সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেউ কেউ নিজের দায়িত্ব পালন না করে কেন্দ্র উপ-পরিচালকের নির্দেশিত পথে হাঁটছেন। আবার কেউ কেউ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করলেও তার প্রতি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সুনজর না থাকলে তাও সম্ভব হয়না। দুর্নীতি ও অনিয়মের পথ সুগম রাখতে উল্টো তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন ও হয়রানির 'খড়গ'। এতে করে শিশুদের প্রশিক্ষণ (২য় পৃষ্ঠায় ২ কলাম)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

ও পুনর্বাসনের মূল লক্ষ্যই বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলনার উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন মোহাম্মদ আবু জাফর মাতব্বর। অফিস আদেশ অনুযায়ী ২০১৫ সালের ২১ জুলাই কর্তৃপক্ষ তাকে বরিশাল থেকে খুলনা কেন্দ্রে বদলি করেন। কেন্দ্র পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বের পাশাপাশি সমমনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, শিশুদের সঠিক কেইস বিশ্লেষণ ও পুনঃ একীকরণ নিশ্চিত করা, সেন্টার পরিচালনার জন্য মাসিক পর্যালোচনা সভাসহ অন্যান্য সভা নিয়মিত আয়োজন ইত্যাদি দায়িত্বও তার ওপর রয়েছে। কিন্তু তিনি প্রথমত বিভিন্ন সময় নানা অজুহাতে অফিসে সময়মত উপস্থিত থাকেন না, বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠানের আগে-পরে পরামর্শ সভা না করে পছন্দের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজ উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেন্দ্রে সম্পৃক্ত না করা, অফিস সময়ে খোশগল্পে মেতে থাকা এবং দক্ষ, সৎ ও প্রতিবাদী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন কৌশলে নিজের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করা, অন্যথায় শোকজ ও বদলি করে হয়রানি অথবা চাকরিচ্যুত করার পেছনেই সময় পার করেন তিনি। অভিযোগ আছে, সদ্য বিদায়ী বছরের ২২ ডিসেম্বর তিনি অফিস করে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। পরে ১ জানুয়ারি তিনি হাজির হন। এ সময় তিনি সস্ত্রীক কক্সবাজারে হানিমুনে ছিলেন বলে সূত্র জানিয়েছে। ২১ ডিসেম্বর থেকে সেন্টারের হাজিরা খাতায় অন্যান্য স্টাফের সাক্ষর থাকলেও তার কোন সাক্ষর ছিল না। ওই সময় তার অবস্থান জানতে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ডিসি/ডিডি অফিসে অবস্থান করছেন- মর্মে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন।

একইভাবে এডুকেটর রত্না রায় ও গৌরপদ সরকার নিজের দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কেইস ম্যানেজারের কাজে অনধিকার হস্তক্ষেপ, উপানুষ্ঠানিকদের ক্লাস নিজে না নিয়ে বড় শিশুদের দিয়ে করানো, নিবাসী শিশুদের দৈনন্দিন ও খাদ্য হাজিরা উপ-পরিচালকের ইচ্ছামত প্রদান, আনুষ্ঠানিক শিশুদের স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে পরিবারে পুনঃএকীকরণ করে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, ছুটিতে যাওয়া শিশুদের হাজির দেখিয়ে অবৈধ বিল তৈরিতে সহযোগিতা করা এবং এডুকেশন সংক্রান্ত বরাদ্দ অনুযায়ী শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান না করা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকেন। এমনকি কেন্দ্রের শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কেও তারা পুরোপুরি অবহিত নন বলে জানিয়েছেন।

সোস্যাল ওয়ার্কার শিরিন আক্তার ইচ্ছামত অফিসে যাতায়াত করেন। পদের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে পালন না করে ক্রাইসেস ম্যানেজারের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। বিভিন্ন ধরণের মনগড়া রিপোর্ট তৈরি, কম্পোজ, প্রিন্ট করে অভিযোগ প্রেরণসহ উপ-পরিচালকের বিভিন্ন অনিয়মে সহায়তা প্রদান এবং বালিকা সেন্টারের রাতের ডিউটি বন্টন, শিশুদের স্কুল রুটিন ও ছুটিসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এমনকি সহকর্মীদের কাছ থেকে জানা যায়, তিনি 'সোস্যাল ওয়ার্কার' কর্মী হলেও সিনিয়র সহকর্মীরা তাকে 'আপা' সম্বোধন না করলে ক্ষুব্ধ হন, তাদের সঙ্গে কথা বলতেও অনিহা প্রকাশ করেন। সবকিছুতেই উপ-পরিচালকের দাপট দেখান।

অপর সোস্যাল ওয়ার্কার রোজিনা পারভীন ইচ্ছামত সকাল ১০/১১টায় অফিসে প্রবেশ-সন্ধ্যা ৬/৭টায় ত্যাগ, নিজের কাজ না করে কোন ধরণের প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্যারামেডিক্সের কাজে হস্তক্ষেপ, এ সংক্রান্ত ওষুধপত্রের অবৈধ বিল তৈরি, দক্ষ লোক থাকা সত্ত্বেও ফিজিক্যাল লাইফ স্কীল অফিসারের কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপ, বিভিন্ন অজুহাতে শিশুদের শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, ফিল্ড ওয়ার্ক না করা, কাজ না করে কাগজ-কলমে প্রতিবেদন জমা দিয়ে টিএ-ডিএ বাবদ বিল উত্তোলন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকেন।

বালিকা কেন্দ্রে কর্মরত কেইস ম্যানেজার ছারওয়ার জাহান চৌধূরী ভর্তিকালীন সময়ে শিশুদের তথ্য তালিকাবদ্ধ করা, সমস্যা চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধকরণ, জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকির ধরণ ও চাহিদা অনুযায়ী পরিচর্যা পরিকল্পনা তৈরি, কেইস কনফারেন্সের আয়োজন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব থাকলেও তাকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। তিনি গত প্রায় এক বছর ধরে বালিকা সেন্টারে থাকলেও দায়িত্বে কাজ করেননি। এ বিষয়ে জানতে তার মুঠো ফোনে কল করা হলে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে তিনি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। পরে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

অপরদিকে, বালক কেন্দ্রে কর্মরত কেইস ম্যানেজার ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধেও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে ইতোপূর্বে তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া সরকারি মোটরসাইকেল, প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়া জনৈক শিশুর পিতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও মারা গেছে, উল্লেখ করে কেইস ফাইল ভুল তথ্য সংরক্ষণ করেন তিনি। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের ঝুঁকি নিরসনকল্পে কেন্দ্রে ভর্তি করা হলেও ভুল তথ্য সংরক্ষণসহ এ ধরণের আরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিষয়গুলো তিনি অস্বীকার করলেও মোটরসাইকেল প্রত্যাহারের বিষয়টি স্বীকার করেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রবাহে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে উপ-পরিচালক আবু জাফর এসব ধামাচাপা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমনকি নথিপত্র আপডেটসহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সব আলামতও তিনি নষ্ট করছেন বলেও সূত্র জানিয়েছে। এ ব্যাপারে উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর মাতব্বর বলেন, 'সব ভুল তথ্য' প্রকাশ করা হচ্ছে। কোন অভিযোগই সঠিক না। তবে কথার শুরুতেই তিনি মঠবাড়িয়া ও ঢাকায় তার একাধিক বন্ধু সাংবাদিক রয়েছে- উল্লেখ করে এ প্রতিবেদককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।